60

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JUN 1987
পৃষ্ঠা I কলাম I

১১ই আষাঢ় ১৩৯৪

প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দের এক-তৃতীয়াংশও ব্যয় হয়নি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চলতি অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষাখাতের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দের এক-তৃতীয়াংশেরও কম ব্যয় হয়েছে। এমনিতেই গত বছরের (৮৫-৮৬) তুলনায় চলতি বছরে (৮৬-৮৭) এখাতে বরাদ্দ শতকরা ৭ দশমিক ১০ ভাগ কম ধরা হয়। ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত এই হ্রাসকৃত বরাদ্দ ৯৮ কোটি ৫৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে এ বছরের ('৮৭) মার্চ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩০ কোটি ৬ লাখ ৬ হাজার টাকা। ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরের অর্থনৈতিক জরিপ থেকে এতথ্য জানা গেছে।

দেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১৯৮৫-৮৬সালে ছিল ৪৪,২০০টি। বর্তমানে তা বেড়ে ৪৪,২২৪টি হয়েছে। সে অনুপাতে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যাও বেড়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৯,২০,২৯২ এবং ১,৯০,০০০। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ৯১,১৫,৫৫৪ এবং ১,৯০,৫৫৭। গত অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১০৬ কোটি ১২ লাখ ৬৮ হাজার টাকা।

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রতি প্রাথমিক স্কুলে গড়ে ৪জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ২০২জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। গড়ে প্রতি ৪৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন করে শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকা রয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষাখাতের অধীন রয়েছে মূলতঃ দু'টি প্রধান প্রকল্প। এক, বাংলাদেশ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন (জাতীয়) সংশোধিত প্রকল্প এবং দুই, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন (আইডিএ সাহায্যপুষ্ট) প্রকল্প। এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৬টি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রাবাস সুবিধাদি উন্নয়নের জন্যেও একটি বিশেষ প্রকল্প রয়েছে এ খাতের আওতায়।

বাংলাদেশ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন (জাতীয়) সংশোধিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ১৯৮০-৯০ সাল। ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরে এই প্রকল্পটির জন্য মোট ৯১ কোটি ৩৪ লাখ ৬হাজার টাকা সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এবং এ বছরের ('৮৭) মার্চ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ৩০ কোটি ৬ লাখ ৬ হাজার টাকা, যা মোট এডিবি বরাদ্দের শতকরা ৩২ দশমিক ৯১ ভাগ। বরাদ্দকৃত টাকা ৩১৮৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতনভাতা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষক সংস্করণ টেক্সট বুক তৈরী, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণদান, স্কুল মেরামত ও পুনঃ সংস্কার, নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ল্যাট্রিন ও নলকূপের ব্যবস্থা করা এবং চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ সরবরাহের মতো বাস্তব সুবিধাদি প্রদানের কাজে ব্যয় করা হচ্ছে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন (আইডিএ সাহায্য পুষ্ট) প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল প্রথমে ১৯৮০-৮৫ সাল। পরে দুই পর্যায়ে মেয়াদ বৃদ্ধি করে তা ১৯৮৭ সালের জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরে প্রকল্পটির জন্য মোট ৫ কোটি ২৪ লাখ ৬৯ হাজার টাকার সংশোধিত এডিপি ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তবে এডিপি বরাদ্দের অবমুক্তির পথে

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ

(১ম পাতার পর)

বিভিন্ন অন্তরায় দূর করতে বিলম্ব হবার কারণে এবছরের ('৮৭) মার্চ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। বরাদ্দকৃত অর্থ ভবন নির্মাণ, নলকূপ বসানো, ল্যাট্রিন নির্মাণ ও পাঁচশ' সহকারী শিক্ষিকার বেতন বাবদ ব্যয় করার কথা রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৬টি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রাবাস সুবিধাদি উন্নয়নের বিশেষ প্রকল্পের জন্যে চলতি অর্থবছরে ২১ লাখ ৬০ হাজার টাকা মূল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এই অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অতিরিক্ত ৯ লাখ ২৮ হাজার টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।